গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা ভূমি অফিস
দিরাই, সুনামগঞ্জ।
www.acl.derai.sunamganj.gov.bd

স্মারক নং- ৩১.০৪.৯০২৯.০০০.০১.০০২.২৫-৬৪৮

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিজ্ঞপ্তি নং-১০/২০২৫

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দিরাই, সুনামগঞ্জ এর ২২ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি. তারিখের ৪৩৭ নং স্মারকের নির্দেশনার আলোকে অত্র উপজেলার ৬ নম্বর সায়রাত মহাল রেজিস্টারভুক্ত অনূর্ধ্ব ২০ একর জলমহাল "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯" এর ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক ১৪৩২ বাংলা সনের অবশিষ্ট সময়ের (৩০ চৈত্র ১৪৩২ বাংলা পর্যন্ত) জন্য নিম্নে ছকে উল্লেখিত জলমহালসমূহের খাস কালেকশনের আবেদনের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ব্যক্তির নিকট হতে নির্ধারিত সময়সূচি ও নিয়মাবলী/শর্তাবলী অনুসরণপূর্বক আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত খাস কালেকশনে ইজারাযোগ্য জলমহালের তফসিল, আয়তন, জলমহালের বাস্তব অবস্থান সম্পর্কে অবগত হয়ে খাস কালেকশনে ইজারা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে হবে। ইজারা প্রাপ্তির পর জলমহালের নিকটবর্তী/পার্শ্ববর্তী দাগের জলাভূমি সংযুক্তি ও খাস প্রাপ্তি, তফসিল হ্রাস-বৃদ্ধি, ভরাট হওয়ার কারণে ইজারামূল্য কমানো অথবা মেয়াদ বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে কোন ধরণের দাবী/আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

দরপত্রের সময়সূচিঃ

আবেদন দাখিলের তারিখ, সময় ও স্থান	টেন্ডার বক্স খোলার তারিখ, সময় ও স্থান
(৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১১:০০ টা হইতে ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ দুপুর ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, দিরাই, সুনামগঞ্জ এ রক্ষিত টেন্ডার বক্সে স্থান: সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, দিরাই, সুনামগঞ্জ।	১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২.০০ ঘটিকায় স্থান- সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয় দিরাই, সুনামগঞ্জ

দিরাই উপজেলাধীন অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত অ-ইজারাকৃত জলমহালসমূহ ১৪৩২ বাংলা সনের অবশিষ্ট সময়ের (৩০ চৈত্র ১৪৩২ বাংলা পর্যন্ত) জন্য খাস কালেকশনে ইজারাযোগ্য জলমহালের নাম, তফসিল ও প্রস্তাবিত ইজারামূল্য নিম্নরূপ:

ছক-"ক"

ক্র. নং	জলমহালের নাম	জলমহালের তফসিল	পরিমান (একরে)	সরকারি ইজারামূল্য	মন্তব্য
০১	অন্ধেরজান বিল	জালিয়া/১৪১	১.৮৪	২০০০/-	
০২	আহমদপুরের বিল	আহমদপুর/২১	৪.০৯	৩১৫০/	
০৩	কবিরাজ বিল	সরমঙ্গল/৮১	৫.৫৩	৫০০০/-	
০৪	কছমা বিল (মাটিয়াপুর)	মাটিয়াপুর/১০০	২.৬৯	৩০০০/-	
০৫	কুমার দাইড়	মিটাপুর/১১৭, এখতিয়ারপুর/১১৮	৭.৪৪	৫০০০/-	
০৬	কাজুয়ার খেও	ধলবাদে/১৩৫	৪.৬৬	১০৫৮৫/-	
০৭	গচিয়ার খাল	গচিয়া/৬০	৪.৩৩	৩৩৬০/	
০৮	গোলার ডুবি	গচিয়া/৬০	৫.৮৯	৫০০০/-	
০৯	হিমালিয়া ডুবি	গচিয়া/৬০	৩.৪০	৪০০০/-	
১০	চৌদ্দশ মহাল	শুকুরনগর/৮০	১০.২৬	৯৩৮/-	
১১	চাতল বিল	গরমা /১২০	০.৩৫	৯১৫১/	
১২	চাতল ও বোয়ালিয়া খারা	গলিশাইল/১৪৮ ও ছোট বাউশা/১৫০	৭.৩২	৭০০০/-	
১৩	ছায়হারা বিল	দৌলতপুর/১০৫	১.০৫	২০০০/-	
১৪	হিলফের ডুবি	গচিয়া/৬০	০.৯২	২০০০/-	
১৫	টেটানিয়া বিল	রাজানগর/৪৮	০.৯৮	২০০০/-	
১৬	টুনির বিল	স্বজনপুর/০৯	১৫.২২	৫০০০/-	
১৭	হাদিভাঙার কুর ও খাল	হাতিয়া/১৪৩	১৬.৬৩	৩৩৬০/	
১৮	নাইন্দা বিল (স্বজনপুর)	স্বজনপুর/০৯	১৩.৯৮	৫০০০/-	
১৯	নাইন্দা বিল(মাটিয়াপুর)	মাটিয়াপুর/১০০	১.২৭	২০০০/-	
২০	নলুদাইর	হাতিয়া/১৪৩	১০.১৪	৫০০০/-	
২১	পেরা বাউরী বিল	মাটিয়াপুর/১০০	০.৮৩	২০০০/-	
২২	বাইয়া বিল	গলিশাইল/১৪৮	১৯.১৮	৫০০০/-	
২৩	বৌলিয়া বিল	রফিনগর/২৫	১৩.৩৮	৫০০০/-	

২৪	ভাটীপাড়ার কুড়ি	ভাটিপাড়া/১৭	১৩.৫৪	৫০০০/-	
২৫	মাটিয়া বিল	রায়বাড়ালী/১১৬, আটপুরিয়া /১১৫	৭.৭০	৫০০০/-	
২৬	রুপা বিল	ধলবাদে/১৩৫	১.০২	২০০০/-	
২৭	লেংটিয়ার জাওর	তেতৈয়া/১৪৩	০.৪৪	২০০০/-	
২৮	কানাগজারিয়া ২য় অংশ	সতানন্দপুর/২৭	৩.৪৩	৩৬১৭/-	
২৯	হিমালিয়া বিল	সরমঙ্গল/৮১	৩.৯০	৬৭৮৫/-	

নিয়মাবলীঃ-

১। উপজেলা ভূমি অফিস, দিরাই, সুনামগঞ্জ হতে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা মূল্যের আবেদন ফরম সংগ্রহ করে আবেদন করতে হবে।

২। আবেদন ফরমে ১৪৩২ বাংলা সনের অবশিষ্ট সময়, আবেদনকারীর নাম, পিতা/স্বামীর নাম, ঠিকানা, জলমহালের নাম ও খাস কালেকশনের মূল্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ পূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে সীলগালা খামে আবেদন দাখিল করতে হবে।

৩। খামের উপরে কোন জলমহালের বিপরীতে আবেদন করা হয়েছে সে জলমহালের নাম স্পষ্ট করে লিখে জমা দিতে হবে।

৪। আবেদনের সাথে জামানত বাবদ সহকারী কমিশনার (ভূমি), দিরাই, সুনামগঞ্জ বরাবরে আবেদনে উল্লেখিত মূল্যের জামানত হিসাবে ৫০% টাকার ব্যাংক ড্রাফ্ট/পে-অর্ডার দাখিল করতে হবে।

৫। সরকারী জলমহাল ইজারা গ্রহণকারী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ব্যক্তি সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ০৫(পাঁচ) দিনের মধ্যে ইজারামূল্যের অতিরিক্ত ১৫% ভ্যাট ও ১০% উৎসে কর প্রদান করবেন।

৬। প্রত্যেকটি জলমহালের জন্য আলাদা আলাদা আবেদন দাখিল করতে হবে এবং আবেদনে কোন প্রকার কাটাকাটি/ঘষামাজা অথবা অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

৭। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোন প্রকার অজুহাতে কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

৩০.৯.২৫

(অভিজিৎ সূত্রধর)
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
আহবায়ক
উপজেলা জলমহাল খাস কালেকশন কমিটি
দিরাই, সুনামগঞ্জ।

তারিখ : ১৫ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্মারক নং- ৩১.০৪.৯০২৯.০০০.০১.০০২.২৫-৬৪৮(৩০)

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে

১। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ ।
২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সুনামগঞ্জ।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দিরাই, সুনামগঞ্জ।
৪। উপজেলা ---------- অফিসার, দিরাই, সুনামগঞ্জ।
৫। অফিসার ইনচার্জ, দিরাই থানা। (টেন্ডার বক্স খোলার তারিখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ ফোর্স উপজেলা ভূমি অফিস, দিরাই, সুনামগঞ্জ-এ মোতায়নের জন্য অনুরোধসহ)
৬। সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিরাই, সুনামগঞ্জ।
৭। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, দিরাই, সুনামগঞ্জ।
৮। চেয়ারম্যান ---------- ইউপি (সকল), দিরাই, সুনামগঞ্জ। (বিজ্ঞপ্তিটি স্থানীয় হাটবাজারে বহুল প্রচারের অনুরোধসহ)

৯। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, দিরাই সদর/রাজানগর/পেরুয়া/ধল/জগদল, দিরাই, সুনামগঞ্জ। (বর্ণিত জলমহাল হতে যেন কেউ অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিজ্ঞপ্তিটি জনবহুল স্থানে ও হাট বাজারে বহুল প্রচারের অনুরোধসহ)

১০। নোটিশ বোর্ড।

30.9.25

সহকারী কমিশনার (ভূমি)
দিরাই, সুনামগঞ্জ।

শর্তাবলীঃ-

১। "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯" এর ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক সকল শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে খাস কালেকশন বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

৩। কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

৪। সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে খাস কালেকশন কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৫। লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি/ব্যক্তি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাব-লীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠিকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে তাহলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন।

৬। খাস কালেকশনে লীজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/ব্যক্তি স্ব-উদ্যোগে ইজারামূল্য পরিশোধ করে দখল গ্রহণ করবেন। অন্যথায় যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না কিংবা কোন কর্তৃপক্ষ বা কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।

৭। বছরের যে কোন সময়ে ইজারা গ্রহণ করা হোক না কেন উক্ত ইজারার মেয়াদ ৩০ চৈত্র ১৪৩২ বাংলা সন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ৩০ চৈত্র ১৪৩২ এর পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা বাতিল হবে এবং জলমহালের দখল ও ব্যবস্থাপনা সরকারের উপর বর্তাবে।

৮। বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত তফসিল বর্হিভূত কোন অংশ বা অন্য কোন দাগের জলাশয়ে প্রবেশ করা যাবে না অথবা পার্শ্ববর্তী জলমহালের মৎস্য আহরণে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না।

৯। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে খাস কালেকশন বাতিল করা হবে।

১০। জলমহাল সংক্রান্ত বিধিসমূহ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১১। মামলা জনিত কারণে/উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনগত কারণে জলমহালসমূহের সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না অথবা জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে, মাছের মড়ক ইত্যাতি কারণে ক্ষতিপূরণ চেয়ে জলমহাল ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করা জন্য কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না।

১২। জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সালের মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইনের কোন বিধান লংঘিত হয়।

১৩। যে সকল জলমহালের উপর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের/মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশ/সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অথবা কোন আদালতের স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহালের উপর বর্ণিত আদেশ প্রত্যাহারের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া পরবর্তীতে কোন জলমহালের উপর অনুরূপ আদেশ হলেও সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

১৪। কোন অবস্থাতেই জলমহাল শুকিয়ে মৎস্য আহরণ করা যাবে না।

১৫। অনুমোদিত ইজারা গ্রহীতা সরকার বা কালেক্টর কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবেন না। কালেক্টর বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ/নিষেধ ইজারা গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন।

১৬। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল সরকারি আদেশ যে

গুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, সেই আদেশের/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ ছাড়া পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ/নির্দেশ এবং বিধি বিধানও আবেদনকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

১৭। জলমহাল ইজারা গ্রহণ করার পর কোন সংগঠন/সমিতি/ব্যক্তি জলমহাল ভরাট, আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি বা অন্য কোন অজুহাত উপস্থাপন করতে পারবেন না। প্রয়োজনে আবেদন দাখিলের পূর্বে সরেজমিনে জলহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে।

30.7.25

(অভিজিৎ সূত্রধর)
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
আহবায়ক
উপজেলা জলমহাল খাস কালেকশন কমিটি
দিরাই, সুনামগঞ্জ।